দৈনিক জনকণ্ঠ 10

তারিখ ৪/১২/২০০০
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

বিসিএস পরীক্ষায় ফল কারচুপির অভিযোগ উঠল যে কারণে–

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিরপেক্ষতার প্রশ্নে বড় ধরনের সমালোচনার মুখে পড়েছে। সরকার মনোনীত দলীয় ব্যক্তিবর্গ কমিশনের নেতৃত্বে থাকায় বিভিন্ন সময় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে দু'শ' নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীকে চূড়ান্ত

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

বিসিএস পরীক্ষায় (প্রথম পাতার পর)

তালিকায় স্থান করে দেয়া হচ্ছে। পিএসসি'র বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের এই অভিযোগ আর লুকোছাপা থাকেনি। বিশতম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর পিএসসির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্র জানায়, গণদাবির প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ কোটা চালু করে। '৯৮ সালে এই কোটা চালু হবার পর বিশতম বিসিএস পরীক্ষায় চূড়ান্ত নির্বাচিতদের তালিকা গত ২৯ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এতে দেখা গেছে মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য কোটা পূরণ করতে গিয়ে অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক নির্বাচনী ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষায় কোন কোন ক্ষেত্রে নম্বর বাড়িয়ে দেবার অভিযোগ উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা চালুর প্রথম পর্যায়ে এই অনিয়মে সরকারের বিভিন্ন মহল ক্ষুব্ধ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে কিছু প্রার্থীকে বিশেষ সুযোগ দিতে গিয়ে এই কোটা চালুর মহান উদ্দেশ্য সমালোচনার মুখে পড়েছে। '৯৮ সালের পর আরও দু'টি বিসিএস পরীক্ষা চলছে। এসব পরীক্ষায়ও মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূরণে কোন অনিয়মের অভিযোগ না ওঠে সেজন্য পিএসসিকে আরও বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

সূত্র জানায়, পিএসসি'র মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এতদিন অভিযোগ চাপা থাকলেও এবার তা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। অতীতের সব সরকারের আমলে বিসিএস পরীক্ষায় সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগ থেকে বর্তমান সরকারও রেহাই পেলনা। সূত্র মতে, পিএসসির নিরপেক্ষতার যে ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়েছে তা ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। যে কোন মূল্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আস্থা এই প্রতিষ্ঠানের ওপর ফিরিয়ে আনতে না পারলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। গত ২৯ অক্টোবর বিশতম বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সমালোচনার ঝড় উঠলেও পিএসসি চুপচাপ রয়েছে। এতে সন্দেহ সংশয় আরও বাড়ছে। পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী দেশের বাইরে রয়েছেন। তার অবর্তমানে কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না।

সূত্র জানায়, বিশতম বিসিএস পরীক্ষায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা মনোনয়নে ভাইভা বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে। দু'শ' নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় পছন্দের বা সুপারিশকৃত পরীক্ষার্থীকে ১৮০ বা তারও বেশি নম্বর দিয়ে চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পেতে সহায়তা করা হয়েছে। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য কোটার শতকরা ৩০ ভাগ পদ পূরণে অনিয়ম বেশি হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশতম বিসিএস পরীক্ষা থেকে মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যকোটা পূরণের বিধান চালু হয়। এই কোটা চালুর প্রথম পর্যায়ে ১৭৮টি মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট জমা পড়ে। এই সার্টিফিকেট দাখিলসহ আবেদনকারীদের ১৭৫ জনকেই চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এদিকে প্রশাসন ও পুলিশ ক্যাডারে ১৬৬টি পদে নিয়োগের কথা থাকলেও এই দু'টি ক্যাডারে ৪১৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশ্য পিএসসি পদের সংখ্যা বাড়ানো বা কমানোর অধিকার রাখে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এত বেশি পদে নিয়োগ সম্পর্কে। প্রশাসনে ১০০টি পদে নিয়োগের কথা থাকলেও ৩০০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পুলিশে ৬৬টি পদে নিয়োগের কথা থাকলেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১১৬ জনকে। বিশতম বিসিএস পরীক্ষায় ২৯টি ক্যাডারে মোট ২ হাজার ৪০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, বিভিন্ন ক্যাডারের জন্য মৌখিক পরীক্ষায় পৃথক পৃথক বোর্ড গঠন করা হয়নি। তাছাড়া ভাইভা বোর্ড সদস্যদের ব্যাপারে গোপনীয়তাও এ বছর ছিল না। পরীক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভাইভা বোর্ডের এক সদস্য জনকণ্ঠকে বলেন, প্রার্থী নির্বাচনে ঢালাও অনিয়ম হয়নি। সূক্ষ্মভাবে কিছু কিছু অনিয়ম হয়েছে। বিশেষ করে মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেবার ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, মৌখিক পরীক্ষা এমন একটি পরীক্ষা যার রেকর্ড থাকে না।

এদিকে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান বিসিএস ক্যাডারে দলীয়করণের নিন্দা জানিয়েছেন। ইতোপূর্বে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া এবং ডাকসুর সাবেক ভিপি আমানউল্লাহ আমান নিন্দা জানিয়ে ফল বাতিলের দাবি জানান। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খোকন দাস এক বিবৃতিতে বিসিএস পরীক্ষা দলীয়করণের নিন্দা জানিয়েছেন।